সমৃদ্ধি বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৮ম বর্ষ, ৮৩ তম সংখ্যা জুলাই'২০২৩

হাসান আলীর পরিবারে বিকল্প আয় যুক্ত হওয়ায় সুখের প্রয়াস

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী র্কম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের নয়াকাটা এলাকার এ রকম ১টি বাড়ির মালিক হাসান আলী (৩৫) তাহার ১ ছেলে ১ নবযাতক মেয়ে এবং ছোট ভাই, পিতা/মাতাসহ মোট পরিবারের ৭ সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। পরিবারের একমাত্র ছেলে ১ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত রয়েছে। বর্তমানে পিতা/মাতাসহ ছোট ভাই সাথে আছেন। ছোট ভাই সেই ৮ম শ্রেণীতে উত্তরণ বিদ্যানিকেতন স্কুলে অধ্যায়নরত রয়েছে। পিতা/মাতা বৃদ্ধ হওয়ায় কোন কাজ করতে পারে না। হাসান আলী নিজে একমাত্র আয়ের উৎস, তিনি সাগরে মাছ ধরতে যায় এবং লবণের মাঠের সময় লবণ মাঠ করে সংসার চালায়। পরিবারের একজনের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে শিক্ষা, চিকিৎসা,খাদ্য,বস্ত্র যোগান দিতে অনেক সময় মানুষের কাছে ধার করতে হয়। কিছু সময় পরিবার প্রধান নিজে অসুস্থ হলে, বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য অসুস্থ হলে এছাড়াও পরিবারে বড় কোন খরচ দেখা দিলে তাহা শামাল দিয়ে দৈনিক সংসারের খরচ বহন করতে গিয়ে প্রায় সময় সমস্যায় পড়ে যেতে হতো তার পরিবারকে। আজ থেকে প্রায় ৪ বছর পূর্বে তাহার পরিবারের পাশে গিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা-ফরিদ উদ্দিন, বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে সমৃদ্ধি বাড়ি করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং তার দিক নির্দশনায় বর্তমানে এ বাড়িটি সমৃদ্ধি বাড়িতে রুপান্তরিত হয়েছে। তাহার স্ত্রী মাহামুদা বেগম বর্তমানে বিকল্প আয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে-তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজিচাষ,ভার্মিকম্পোস্টপ্লান্ট,বাড়িতে হাঁস/মুরগী পালন, ফলের গাছসহ বিভিন্ন রকমের সবজী চাষ করেন। পাশা পাশি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট

ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- তারিখ-২৫/০৬/২০২৩ ইং

সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, বাড়ীর আঙ্গিনার পুকুরে মাছ চাষ করে এবং সবজী চাষ করে মাহমুদা বেগম ধীরে ধীরে বাড়ির মালিকসহ সকলে মিলে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে থাকেন। এছাড়াও হাসান আলী নিজে ১ বছর পূর্বে ২ গাভী নিয়েছিলেন, বর্তমানে তাহার ৪টি গাভী রয়েছে। এ কার্যক্রমে কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন উপকরণ নিশ্চিত করণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত পরিবারে -শাক সবজি, মাছ বিক্রয় করে অতিরিক্ত প্রতি মাসে ৪০০০/৫০০০ হাজার আয় যুক্ত হওয়ায় তাহার পরিবারে খুশির সাথে জীবন যাপন করছে। পাশাপাশি নিয়মিত পুকুরের মাছের মাধ্যমে পরিবারে আমিষের অভাব পূরন হচ্ছে, এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজ্বী চাষ হতে বিষমুক্ত সবজি ও ফল খেয়ে তাদের চাহিদা পুরণ করছে। সর্বশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছানি অপারেশনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে পান, নুরুল আমিন (৬৩)

সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে বিনা মুল্যে চোখের ছানি অপারেশনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সুখের সাথে জীবন যাপন। কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের নতুন পাড়া গ্রামের ৫নং ওর্য়াডের বাসিন্দা মো: নুরুল আমিন (৬৩)। তিনি পেশায় বৃদ্ধ তেমন কাজ করতে পারেনা। তার ছেলের সংসারে সামান্য কিছুটা ঘরের কাজ করে জীবন যাপন করে। তার ছেলে মো: আমান উল্লাহর ১ ছেলে ২ মেয়েসহ সংসারের মোট ৭জন সদস্য নিয়ে তার সংসার। আমান উল্লাহ সাগরে মাছ ধরে সংসারের জীবিকা নির্বাহ করে। তিনিই একমাত্র আয়ের উৎস। সংসারে ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার খরচ দিয়ে চিকিৎসা সহ সংসারের খরচ চালিয়ে যেথে হিমসিম খেয়ে পড়ে। অভাবের সংসারে পিতা: নুরুল আমিনকে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে তার চোখের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলে যায়। প্রতিমাসের ন্যায় স্বাস্থ্য পরির্দশক খানা পরির্দশনে গেলে দেখা যায় মো: নুরুল আমিন চোখ নিয়ে খুব সমস্যায় ভোগছেন। যেমন: চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং চোখে কিছু দেখেতে না পাওয়া, সে আর জীবনে চোখে দেখতে পাবেনা বলে হাল ছেড়ে দেয়। তার অবস্থা দেখে আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক একটি রেজিষ্টারে তাহার নামটি তালিকা ভোক্ত করেন। চট্রগ্রামে চুক্ষ হাসপাতালের একদল বিশেষ চুক্ষ ডাক্তার নিয়ে ক্যাম্প

আয়োজন করলে, মো: নুরুল আমিন সেখানে ডাক্তার দেখান। ডাক্তার তাহাকে দেখার পর দৃত অপারেশন করে পেলার পরার্মশ দেয়। ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত ছানি অপারেশন করার জন্য তার নাম তালিকা ভোক্ত করা হয়। তাহাকে চট্রগ্রাম চুক্ষ হাসপাতালে ছানি অপারেশন করার জন্য পাঠালে, তিনি সফল ভাবে অপারেশন করে এলাকায় ফিরে আসে। পরর্বতি মাসে আমাদের স্বাস্থ্য পরির্দশক খানা পরির্দশনে গেলে তার অবস্থা জানতে চাইলে, জানান, তিনি বর্তমানে সম্পুর্ণ চোখে দেখতে পাই এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি জীবনে আর কোন দিন চোখে দেখতে পাবেনা এমনটি মনে করেছিলেন। আমি সহ কোস্ট ফাউন্ডেশন এপর্যন্ত অনেক জনকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করেন। সকলে নতুন করে চোখের আলো ফিরে পেয়ে অনেক সুন্দর জীবন করছেন। এই জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানায়।

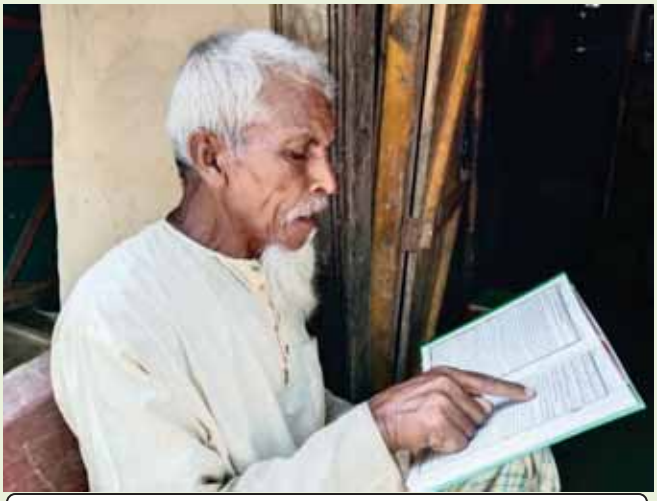

ছবি সংগ্রহে: মোহাম্মদ রশিদ- তারিখ-২১/০৬/২০২৩ ইং

বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প হতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে সুস্থ রুজিনা আক্তার (৩৪)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়নের মসজিদ পশ্চিমচর ধূরুং গ্রামের ১নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন রুজিনা আক্তার, সেই নিজে গৃহিনী স্বামী আবদুল মজিদ তিনি পেশায় জেলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের পরিবারে ৪ মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে মোট সদস্য ৭জন, বর্তমানে পরিবারে বড় মেয়ে ২০২১ ইং এসএসসি পাশ করে, ছোট ৩ মেয়ে স্কুলে অধ্যায়নরত রয়েছে, এবং সর্ব শেষ ছোট ছেলের বয়স মাত্র ৫ বছর বয়স চলমান। রুজিনা আকতার নিজে আমাদের সমৃদ্ধির স্কুল পরিচালনা করে ১০০০ টাকা সম্মানি পায়, এছাড়া স্বামী আবদুল মজিদই পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস। আমাদের প্রতি মাসের ন্যায় পশ্চিমচর ধূরুং গ্রামের স্বাস্থ্য পরির্দশক শারমিন আক্তার খানা পরির্দশনে গেলে দেখা যায় রুজিনা আক্তার অসুস্থ হয়ে তার শরীর মোটা হয়ে যায়, এটা নিয়ে তিনি কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়া অবহেলা করে গাইনী ডাক্তার দেখানোর জন্য অপেক্ষা করে। রুজিনা আকতার থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি প্রায় ১মাস যাবৎ উক্ত সমস্যায় ভোগছেন, তিনি স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে নিজে প্যারাসিট্যমল ঔষুধ নিয়ে সেবন করে। তাহার পরিবারের এমন অবস্থা যে বর্তমানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার তেমন সামর্থ না দেখে নিজে নিজে রোগ বহন করে চলছে। তাছাড়া একমাত্র স্বামীর আয়ের উপরে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়। এভাবে রুজিনা আকতারের এর শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার না পেরে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ১নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরির্দশক- শারমিন আকতার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি.বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত গাইনী ও মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দেন। পরার্মশ অনুযায়ী রুজিনা আক্তার নিজে ১৩.০৬.২০২৩ ইং তারিখ গাইনী বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে যায়। যাওয়ার পর কর্তব্যরত গাইনী বিষয়ক চিকিৎসক ডা: সাইমা তাবাচ্ছুম মুন্নি- তার শ্বারীরিক অবস্থা দেখে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ মূলক সেবা প্রদান করেন, পাশাপাশি কিছু পরিক্ষা করার পরার্মশ দেন। গত ২২/০৬/২০২৩ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরির্দশন করতে গিয়ে, অসুস্থ রুজিনা আক্তার শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, তাহাকে ডাক্তার যে পরিক্ষা দিয়েছে, পরিক্ষা কুতুবদিয়া মেডিকেল হাসপাতালে ডা: সুমাইয় তাবাচ্ছুমকে দেখালে তার শারীরিক কিছু সমস্যা পাওয়া যায়, যেমন: হরমুণ সমস্যা, পানি জমা হওয়া ইত্যাদি। উক্ত সমস্যার জন্য ডাক্তার রুজিনা আকতারকে কিছু ঔষুধ ও পরার্মশ দেয়। তাহার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি নিয়মিত ঔষুধ সেবনে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন বলে জানান। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে খুব সহজে এই সেবা নিতে পেরে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরির্দশক শারমিন আকতারের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।

ছবি সংগ্রহে: মো: শাহিন্নর রহমান- তারিখ-১৩/০৬/২০২৩ ইং

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে । মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোবাইল-০১৭১৩-৩৬৭৪৪২ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ, ৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net **COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC**